দৈনিক সংবাদ

তারিখ 20 FEB 1997
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৩

বই মেলা এবং দখল সমাচার

সুদীপ্ত রায়

একুশের বইমেলা আমাদের অন্তত মাসখানেকেরজন্য হলেও বইপ্রেমী করে তোলে। হাজার হাজার লোকজন এক জায়গায় জড়ো হচ্ছে বই কেনা, বইকে উপলক্ষ করে– ব্যাপারটা ভাবতেও ভাল লাগে। তাছাড়া একুশ শব্দটার সঙ্গে আমাদের অন্যরকম একটা আবেগও জড়িত। সে যা হোক, একটা ব্যাপার কিন্তু অবশ্যই সাধুবাদ পাবার মতো। সেই সঙ্গে বেশ লক্ষণীয়ও। সেটা হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও বিভিন্ন ছাত্র–নেতার যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ২১ তারিখ পর্যন্ত ভার্সিটি ক্যাম্পাসে সকল প্রকার দেয়াল লেখন বন্ধ থাকবে। কলাভবন, কার্জন হল, সায়েন্স এনেক্স, সঙ্গে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন দেয়ালগুলো এ মাসের ২১ তারিখ পর্যন্ত উত্তপ্ত দেয়াল লেখনের হাত থেকে মুক্তি পাচ্ছে– এটা কম কি? উপাচার্য বলেছিলেন– বিল বোর্ড ব্যবহারের কথা। ছাত্রদল কর্মীদের সেটা মনঃপূত না হলেও আপাতত ২১ তারিখ পর্যন্ত দেয়ালে না লেখার ব্যাপারটা মেনে নিয়েছেন। ধন্যবাদ সবাইকে– সুষ্ঠু একটা সিদ্ধান্ত নেবারজন্য।

অন্যদিকে একটি কালো থাবা বইমেলাকে কিছুটা হলেও গ্রাস করেছে। ছাত্রলীগের শরীয়তপুর– মাদারীপুর গ্রুপ দখল করে নিয়েছে ৪৫টি স্টল। স্টলগুলো অবশ্য বাংলা একাডেমি চত্বরের বাইরে। আণবিক শক্তি কমিশন ও পুষ্টি বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের সামনে। সোহরাওয়ার্দী উদ্যান সংলগ্ন যাত্রী ছাউনিটার আশপাশে। ৪৫টি স্টলের মধ্যে বিভিন্ন হলের গ্রুপগুলো দখল করেছে বেশ কয়েকটি করে স্টল। মুহসীন ও জহুরুল হক হলের কর্মীরা দখল করেছে ১৫টি করে স্টল। আর জগন্নাথ হল ও সলিমুল্লাহ হলের কর্মীরা দখল করেছে ৮টি করে স্টল। সেই সঙ্গে শুরু হয়েছে রেষারেষি। আত্মদ্বন্দ্বকলহ। যেকোন সময় বেধে যেতে পারে তুলকালাম কান্ড। গ্রুপ প্রধানের হস্তক্ষেপের কারণে ব্যাপারটা কিছুটা ধামাচাপা পড়েছে। সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে দখলকৃত স্টলগুলো বিক্রির পর মোট প্রাপ্ত অর্থ চারটি হলের কর্মীদের মধ্যে সমান ভাগ করে দেয়া হবে। এ সিদ্ধান্তে মনঃক্ষুণ্ন অনেকেই। তাই যেকোন সময় ছাই–চাপা আগুন ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে। গত বছর বইমেলায় খালেদা জিয়ার আসাকে কেন্দ্র করে পজেটিভ একটা আন্দোলন গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিল ছাত্রলীগের কর্মীরা। কিন্তু এবার তারা এ কি ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে? তারা কি 'রক্ষক যখন ভক্ষক'– এ বাক্যটি হাতে–কলমে দেখাতে চাচ্ছে? ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ কি এ আগ্রাসনী ভূমিকা থেকে এসব কর্মীদের সরাতে পারেন না? আর যাই হোক– এসব টুকরো টুকরো ঘটনাই জমা হয়ে একদিন ছাত্রলীগের রাজনীতির জন্য নেগেটিভ অবস্থা বয়ে আনবে তা নেতা ও কর্মীদের মনে রাখা উচিত। একুশ, একুশের বইমেলা–বাঙালি জাতির আবেগে মোড়ানো। গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় আসার পরও যদি এসব নিন্দনীয় কর্মকান্ড চলতে থাকে তাহলে সেটা হবে সত্যি দুঃখজনক।